যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান

মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, যান্ত্রিক উপায়ে কোনো প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন দেশীয় ও ইসলামী আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান

[যাকাত ফিতরা বিষয়ক প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল]

মুফতী মুহাম্মদ ওয়ালীয়ুর রহমান খান

মুহাদ্দিস : ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও উপ-পরিচালক : ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

উস্তাযুত তাফসীর : জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া

মোহাম্মদপুর, ঢাকা

খতীব : বায়তুর রহমান জামে মসজিদ, সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর।

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান

লেখক	মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান
প্রথম প্রকাশ	জুন ২০১৮
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশো টাকা) মাত্র

ZAKAT FITRAR BIDHI-BIDHAN
Writer. Mufti Waliur Rahman khan
Marketed & Published by. Rahnuma Prokashoni. Price. Tk. 200.00, US $ 05.00 only.

ISBN : 978-984-93221-1-5
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

মাওলানা আতাউর রহমান খান রহ.

[১৯৪৩-২০০৮]

ইসলামের অন্যতম রুকন যাকাত-ফিতরা সম্পর্কিত
আমার এ বইটি
পরলোকে আমার মরহুম আব্বার মর্যাদা বুলন্দ
হওয়ার নিয়তে অর্পণ করলাম।
দয়াময় আল্লাহ যেন কবুল করেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী-এর

ভূমিকা

ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর প্রধানতম বিধান নামাযের সাথে যুগপৎভাবে উল্লেখিত আমল হচ্ছে যাকাত। এটি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সাথে জড়িত এক মহান ইবাদত। সঞ্চয় কুক্ষিগতকরণ, কার্পণ্য এবং সাধারণ অর্থ–সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরলোকে কঠিন জবাবদিহিতা থেকে পরিত্রাণের বিকল্পহীন পন্থাও যাকাত।

অন্তরাত্মার পবিত্রতায়ও যাকাত সাদাকার বিকল্প নেই। হালাল বিত্ত–বৈভব কলুষমুক্ত করতে এবং বঞ্চিত মানুষের প্রতি কর্তব্য পালন করতে যাকাত প্রধান উপায়। আর্থ–সামাজিক সংহতি রক্ষায় যাকাত অব্যর্থ ব্যবস্থা। মানবিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি রচনায়ও যাকাত শ্রেষ্ঠ বিধান। যাকাত সম্পর্কে ব্যবহারিক বিধি-বিধান জানা প্রতিটি যোগ্য মুসলিমের ওপর অবশ্য কর্তব্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠকসমাজের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে যাকাত সম্পর্কিত প্রায় সকল মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত করে ইসলামের অন্যতম এ রুকনের ওপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। *যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান* নামক এ কিতাবটি পাঠক-সমাজের চাহিদা পূরণে উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। দীনি ইল্‌মচর্চা ও জ্ঞানপ্রচারের এ কাজটি খুবই মহৎ এবং

উচ্চমর্যাদাশালী। আল্লাহর পছন্দনীয় লোকেরাই দীনি ইলমচর্চার কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করে থাকেন।

পরম করুণাময় মহান রাব্বুল আলামীনের সীমাহীন কৃপা ও করুণায়ই একজন মানুষ ঈমান ও হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। ইল্‌ম ও তাকওয়া অর্জন করে। যাকে তিনি ভালোবাসেন তাকেই কেবল দান করেন নিজ স্বরূপের সন্ধান, মারেফাত ও ইহসানের দিশা। যার জন্যে কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেন তাকেই দান করেন দীন ও শরীয়তের জ্ঞান, শিক্ষা ও মনন। ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ যাকাত সম্পর্কে একটি সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করে বর্তমান গ্রন্থকার সে কল্যাণ পথেরই যাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। গ্রন্থকার মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান *যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান* রচনা করতে পেরেছেন সেই কৃপাময় মঙ্গলবার্তার ঐশী ছটা লাভ করার সুবাদেই। গ্রন্থকার আমার ইমিডিয়েট ছোট ভাই। তাঁর বিশ্বাস, চেতনা, নিষ্ঠা, প্রেম ও প্রজ্ঞা প্রশংসনীয়। তাঁর পড়াশোনা, অধ্যাবসায় ও বিশুদ্ধ কর্মপ্রেরণাও ঈর্ষণীয়। আল্লাহ তাঁকে দীনের সঠিক বুঝ ও শরীয়তের নিখুঁত মনন দান করেছেন। দান করেছেন অতীব সুন্দর বাহ্যিক রূপ আকৃতি-প্রকৃতি ও অসাধারণ আভিজাত্য। উন্নত আদবকেতা, উচ্চতর বোধ বিবেচনা, ধ্রুপদ সান্নিধ্য ও ঐতিহ্যিক পরম্পরায় সে একজন সাত্তিক আলেম। পবিত্র কোরআনের হাফেজ। হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ ও ফাতওয়ায় তাঁর ব্যুৎপত্তি গভীর। ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর সমান বিচরণ। বিশ্বমানের হাফেজ, আলেম, মুফতী, মুহাদ্দিস, ইমাম, খতীব, লেখক ও চিন্তাবিদ ঐশী ইশারায় মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সে প্রভূত কল্যাণের অক্ষয় দিশা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা লেখকের প্রতি স্বীয় অবারিত দয়ার দান বৃদ্ধি করে দিন।

ইতোপূর্বে *নামাযের কিতাব* ও *রোযার কিতাব* নামে তাঁর আহকামে সালাত ও সিয়াম সম্পর্কিত দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিরল বিন্যাসের দরুণ অনন্য রচনার গৌরবে বিজ্ঞমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান গ্রন্থটি লেখকের তৃতীয় প্রয়াস। পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া দেখে দিয়ে তাকে খুশি করতে না পারলেও প্রসঙ্গত দু'টি লাইন লিখে দিয়ে কিঞ্চিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র। কারণ, তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা অতুলনীয়, স্নেহ অপত্য এবং আস্থা অটুট। ছোট ভাই হলেও তাঁর জীবনে মহান আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত প্রতিভার স্ফুরণ প্রত্যক্ষ করে আমি অন্তর্গতভাবে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাভাব লালন করি। মরহুম আব্বার (মাওলানা আতাউর রহমান খান রহ.) নামাযে জানাযা আমি জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্ত্বেও নিজে না পড়িয়ে এর দায়িত্বভার এ ছোট ভাইটির কাঁধেই তুলে দিয়েছিলাম। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে আমার ও আমাদের আম্মার জানাযার বেলায়ও এ দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত থাকবে। এ হলো তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান। আল্লাহ তাঁকে আরও অধিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দান করুন। আরও বেশি খেদমতের তাওফীক দান করুন। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের জন্য ইহ ও পরকালে আরও বেশি সম্মান, সৌভাগ্য এবং স্বস্তির কারণ হয়।

আমাদের পরিবারের যেকোনো সদস্যের কোনো অর্জন বা সুকর্মের আনন্দ সকলের সাথে ভাগ করে নিতেন আমাদের মরহুম আব্বা। ওয়ালীয়ুর রহমান খানের এ বই প্রকাশের সাফল্যেও মহান মালিকের দরবারে আজ তিনিই অধিক কৃতজ্ঞ হতেন। সম্প্রতিই তিনি আমাদের ছেড়ে পরলোকের যাত্রী হয়েছেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কাজেকর্মেই তাঁর স্মৃতি, সান্নিধ্য ও উপস্থিতি অনুভব করি। আমরা সন্তানেরা তাঁর

সকল ইহসান ও অবদান প্রতিনিয়তই স্মরণ করি। আল্লাহ তাঁকে চির সফলকাম লোকদের শামিল করে নিন। ক্ষমা ও করুণার বারি সিঞ্চনে তাঁর আত্মাকে নিরন্তর সিক্ত রাখুন।

বাংলাভাষী পাঠকসমাজের ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসা পূরণে আলোচ্য বইটি আমার বিবেচনায় উত্তমরূপে সক্ষম। পাঠকের কৌতুহল নিবারণে আরও কিছু মূল্যবান রচনা আমরা গ্রন্থকারের নিকট আশা করতে পারি। দয়া করে আল্লাহ তাঁর এ কাজটি কবুল করে নিন। কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা পরিদৃষ্ট হলে পরবর্তী সুযোগে যেন তা দূর করা হয়। কিতাবটির প্রকাশনার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত সকলকে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের জীবন, যোগ্যতা, সময় ও শক্তি সবকিছু নিঃশেষে আপনার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করার তাওফীক দান করুন।

আমাদের সকলকে ক্ষমা, করুণা ও গভীর মমতার বন্ধনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রাখুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

উবায়দুর রহমান খান নদভী
সহকারী সম্পাদক, দৈনিক *ইনকিলাব*
৩১ জুলাই ২০০৯

লেখকের আরয

আলহামদুলিল্লাহ। ইসলামের অন্যতম রুকন ও অপরিহার্য বিধান যাকাত সম্পর্কিত আমার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলো। ইতিপূর্বে আহকামে সালাত, সিয়াম ও রমাযান বিষয়ক আমার তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছেছে। বর্তমান গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয়েছে *যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান*। কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরীয়তের মৌলিক কিতাবসমূহের আলোকে এদেশ ও অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জীবনঘনিষ্ঠ এবং যাকাত-সম্পর্কিত বহুল প্রচলিত প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা-মাসায়েল এই গ্রন্থে সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমার দৈনন্দিন কর্মস্থল বায়তুল মুকাররম মসজিদে বিভিন্ন দরস পরিচালনা ও অনুষ্ঠানে বয়ান এবং ধর্মীয় জ্ঞানান্বেষী লোকদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব আমাকে প্রদান করতে হয়। একটি ইসলামী চ্যানেলে আমার উস্থাপনায় দেশের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদগণকে নিয়ে পবিত্র যাকাত বিষয়ক একুশটি প্রোগ্রাম প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া, নিজ জুমা মসজিদসহ ঢাকার কয়েকটি মসজিদে চালু আছে তাফসীর মাহফিল ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। এ সকল মজলিস ও অনুষ্ঠানে আলোচিত যাকাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা ও বিষয়গুলোও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সে হিসেবে এটিকে এ অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য উপযোগী যাকাত সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েলের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা চলে। এতে বর্ণিত সকল মাসআলারই নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রয়েছে। যদিও সবগুলোর সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

এগ্রন্থটির জন্য ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ইসলামী শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংবাদিকতা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, প্রজ্ঞাবান আলেম ও চিন্তাবিদ হিসেবে দেশের ধর্মীয় অঙ্গনে ব্যাপক পরিচিত আমার অগ্রজ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী। মরহুম আব্বার অবর্তমানে তিনি আমাদের অভিভাবক। তাঁর শারীরিক দুর্বলতা ও কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও বাসায় গিয়ে বইটির পাণ্ডুলিপি এক নজর দেখিয়েছিলাম। বেশ কিছু জায়গায় তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সম্পাদনাও করেছেন। দয়াময় আল্লাহ তাঁকে পরিপূর্ণ সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত দান করুন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের বিশাল ময়দানের গ্রহণযোগ্য সকল খেদমতের সাথে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকেও মহান আল্লাহ কবুল করুন।

একাজটি যেন আমার, আমার সকল মুরব্বী, পিতা-মাতা-ভাই-বোন ও আত্মীয়-পরিজনের নাজাতের উসীলারূপে গৃহীত হয়। মহান আল্লাহর দরবারে এই আমার প্রার্থনা। আমীন।

মুহাম্মদ ওয়ালীয়ুর রহমান খান
ঢাকা। ১ রমযান ১৪৩০

সূচিপত্র

ভূমিকা—২৯
যাকাতের সংজ্ঞা—৩০
যাকাত ফরয হওয়ার দলিল—৩১
মুসলিমদের জন্য যাকাত ইন্স্যুরেন্স স্বরূপ—৩২
যাকাতের নেসাব—৩৩
মক্কা ও মদীনায় যাকাতের বিধান—৩৩
দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাত ফরজ হয়—৩৩
পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে যাকাত—৩৩
যাকাত ও ট্যাক্স-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য—৩৫
যাকাত ধন-সম্পদে বরকত ও সমৃদ্ধির কারণ—৩৫
যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—৩৬
যাকাতের খাত—৩৭
যাকাতের মূল উদ্দেশ্য—৩৮
যাকাতের উপকারিতা—৩৮
মাসআলা–১ : যাকাত আদায়ের শর্তাবলী—৩৯
মাসআলা–২ : সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে করণীয়—৪০
মাসআলা–৩ : মৃত্যুর কারণে যাকাত রহিত হয় না—৪০
মাসআলা–৪ : যাকাত দরিদ্র বা হকদার মুসলিম ব্যক্তিকে দিতে হবে—৪০
মাসআলা–৫ : যাকাত শব্দ উচ্চারণ না করে হাদিয়া বললেও চলবে—৪১
মাসআলা–৬ : যাকাতের খাত আটটি—৪১
মাসআলা–৭ : যাকাতের নেসাব—৪১
মাসআলা–৮ : অচেতন ব্যক্তির ওপর যাকাত হবে—৪২
মাসআলা–৯ : অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে ও পাগলের ওপর যাকাত নেই—৪২
মাসআলা–১০ : যাকাত হিজরী সন হিসেবে না খৃস্টবর্ষ হিসেবে—৪২
মাসআলা–১১ : যাকাতের ক্ষেত্রে মাসের হিসেব নয়, তারিখের হিসেব—৪২
মাসআলা–১২ : বছরান্তে যাকাত হিসেব করার নিয়ম—৪৩
মাসআলা–১৩ : যাকাত আদায়ের তারিখ স্মরণ না থাকলে—৪৩

মাসআলা–১৪ : যে সম্পদের ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়নি—৪৩
মাসআলা–১৫ : একবছরের যাকাত আদায় না করা অবস্থায় পরবর্তী বছর গণনা শুরু কোন দিন থেকে—৪৪
মাসআলা–১৬ : রমযান মাসে যাকাত আদায়—৪৪
মাসআলা–১৭ : যাকাতের নতুন ও পুরাতন মাপে নেসাব—৪৫
মাসআলা–১৮ : সোনা নাকি রূপার নেসাবকে মানদণ্ড ধরা হবে—৪৫
মাসআলা–১৯ : কবে থেকে নেসাব পূর্ণ হলো তা অজ্ঞাত থাকলে—৪৫
মাসআলা–২০ : গাফিলতি করে কোনো বছর যাকাত না দিয়ে থাকলে—৪৬
মাসআলা–২১ : বছরের মাঝখানে অর্জিত সম্পদের হুকুম—৪৬
মাসআলা–২২ : নগদ অর্থে যাকাতের নেসাব কত—৪৬
মাসআলা–২৩ :
নগদ অর্থের সাথে নেসাবের চেয়ে কম সোনা থাকলে হুকুম কী?—৪৭
মাসআলা–২৪—৪৭
মাসআলা–২৫ : সোনা রূপা মিলে কোনোটির নেসাব হয়ে গেলে—৪৭
মাসআলা–২৬ : পণ্যমূল্য বেড়ে গিয়ে নেসাবের সমান হয়ে গেলে—৪৭
মাসআলা–২৭ : ব্যবসাপণ্যের মুনাফার যাকাত—৪৮
মাসআলা–২৮ : সাহেবে নেসাবের অনুমতি ছাড়া যাকাত আদায় করা—৪৮
মাসআলা–২৯ : জোরপূর্বক যাকাত আদায় করা—৪৮
মাসআলা–৩০ : জরুরতে আসলিয়া বা মৌল প্রয়োজন কি?—৪৮
মাসআলা–৩১ : সন্তানের বিয়ে শাদি কি মৌল প্রয়োজনের মধ্যে পড়ে—৪৯
মাসআলা–৩২ : কোন কোন বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়—৪৯
মাসআলা–৩৩ : যাকাত প্রতিবছর দিতে হবে—৫০
মাসআলা–৩৪ : নিয়তের প্রয়োজনীয়তা—৫০
মাসআলা–৩৫
সরকারি আদায়কারী জোরপূর্বক যাকাত উসূল করার ক্ষেত্রে নিয়ত—৫০
মাসআলা–৩৬ : উকিল নিয়োগ—৫১
মাসআলা–৩৭ : নিয়ত ছাড়া সমুদয় সম্পদ দান করা—৫১
মাসআলা–৩৮ : অভাবী লোককে যাকাতের নিয়ত ব্যতীত টাকা দেওয়া—৫১
মাসআলা–৩৯ : যাকাতদাতার পরিবারের লোকেরা কিছু দান করলে—৫১
মাসআলা–৪০ : যাকাত ও সাদকার সওয়াব পরিবারের সবাই পাবে—৫২
মাসআলা–৪১ : যাকাত অনাদায়ী রেখে মারা গেলে—৫২

মাসআলা–৪২ : অভাবী লোককে পাওনা টাকা উসূল করে নিতে বলা—৫২
মাসআলা–৪৩ : মৃত স্বামীর যাকাত আদায় করা—৫৩
মাসআলা–৪৪ : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর মারা গেলে হুকুম কী—৫৩
মাসআলা–৪৫ : যাকাতের অর্থ পৃথক করা অথবা উকিলের দায়িত্বে দেওয়ার পর মারা গেলে কী করতে হবে—৫৩
মাসআলা–৪৬ : যাকাতের ক্ষেত্রে সোনা-রূপার গুরুত্ব কেন—৫৪
মাসআলা–৪৭ : সোনা-রূপার নেসাবে এত ব্যবধান কেন—৫৪
মাসআলা–৪৮ : সোনা-রূপার যাকাত হওয়ার কারণ—৫৪
মাসআলা–৪৯
যাকাত থেকে বাঁচার জন্য অর্থ সম্পদ দান করে দেওয়ার হুকুম কী—৫৫
মাসআলা–৫০ : সাহেবে নেসাব দেউলিয়া হয়ে গেলে—৫৫
মাসআলা–৫১ : সোনা রূপার যাকাত দেওয়ার ফলে পরিমাণ কমে গেলে—৫৫
মাসআলা–৫২ : যৌথ মালিকানায় যাকাত—৫৬
মাসআলা–৫৩
ছেলের উপার্জিত অর্থ পিতা-মাতার নিকট নেসাব পরিমাণ সঞ্চিত হলে—৫৬
মাসআলা–৫৪ : অন্যের দখলে থাকা সম্পদ—৫৬
মাসআলা–৫৫ : মুসাফিরের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়—৫৭
মাসআলা–৫৬ : ব্যবহৃত অলংকারের ওপর যাকাত—৫৭
মাসআলা–৫৭ : যাকাতযোগ্য বস্তু কয়েকটার মূল্য মিলে নেসাব হয়ে গেলে—৫৭
মাসআলা–৫৮ : হারিয়ে যাওয়া অলংকারের যাকাত—৫৭
মাসআলা–৫৯ : গহনার যাকাতে কখন থেকে নেসাব গণনা শুরু হবে—৫৮
মাসআলা–৬০ : অলংকারের ক্রয়কালীন মূল্য ধরে যাকাতের হিসেব, নাকি আদায়কালীন মূল্য ধরে—৫৮
মাসআলা–৬১ : গহনার মূল্যে মনি, মুক্তা, পাথর ইত্যাদির মূল্য এবং মজুরি যোগ করা হবে, নাকি শুধু সোনার মূল্য ধরা হবে—৫৮
মাসআলা–৬২ : অলংকার তৈরির জন্য সোনার সাথে মেশানো ক্যামিকেল কি হিসেবে আসবে—৫৯
মাসআলা–৬৩ : স্বামী অথবা স্ত্রী যে কোনো একজন নেসাবধারী হলে—৫৯
মাসআলা–৬৪ : স্বামী প্রদত্ত অলংকারের যাকাত—৫৯
মাসআলা–৬৫ : মহিলারা অলংকারের যাকাত কীভাবে দেবে—৫৯
মাসআলা–৬৬ : বিয়েতে প্রাপ্ত অলংকারের যাকাত—৬০

মাসআলা–৬৭ : ছোট মেয়েদের জন্য তৈরি করে রাখা গহনার যাকাত কে দেবে—৬০
মাসআলা–৬৮ : মায়ের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত গহনার যাকাত—৬০
মাসআলা–৬৯ : বিয়ের দেনমহর হিসেবে প্রাপ্ত গহনার যাকাত—৬০
মাসআলা–৭০ : অলংকারে ব্যবহৃত মণি-মুক্তার যাকাত নেই—৬১
মাসআলা–৭১ : শাড়িতে ব্যবহৃত সোনা রূপার যাকাত—৬১
মাসআলা–৭২ : মৃত্যুর পূর্বে সম্পদ বিক্রি করে ওয়ারিশদের জন্য সঞ্চয় করে যাওয়া টাকার যাকাত—৬১
মাসআলা–৭৩ : পূর্ববর্তী কয়েক বছরের যাকাত না দিলে—৬২
মাসআলা–৭৪ : যাকাত ক্রয়কালীন মূল্য হিসেবে ধার্য হবে নাকি আদায়কালীন মূল্য হিসেবে—৬২
মাসআলা–৭৫ : দেনমহর হাতে না আসা পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না—৬২
মাসআলা–৭৬ : যে মহিলার নেসাব পরিমাণ মহর ধার্য আছে—৬২
মাসআলা–৭৭ : কারও নিকট স্ত্রীর মহর পাওনা রয়েছে। এ ঋণ কি যাকাতের জন্য অন্তরায় হবে?—৬৩
মাসআলা–৭৮ : মহরে মুআজ্জাল যাকাতের জন্য বাধা নয়—৬৩
মাসআলা–৭৯ : স্বামীর দায়িত্বে মহরে মুয়াজ্জাল থাকলে—৬৪
মাসআলা–৮০ : ব্যবসার নিয়তে জমি ক্রয় করে রাখলে যাকাত দিতে হবে—৬৪
মাসআলা–৮১ : অলংকারের যাকাত ব্যবহৃত বা পুরোনো সোনার দামে—৬৪
মাসআলা–৮২ : বাজারদর উঠানামা করার ক্ষেত্রে করণীয়—৬৫
মাসআলা–৮৩ : করজে হাসানার যাকাত—৬৫
মাসআলা–৮৪
যে করজ কিছু কিছু করে আদায় হয় তার যাকাত কখন কীভাবে দেবে?—৬৫
মাসআলা–৮৫—৬৫
মাসআলা–৮৬ : করজগ্রহিতা করজ অস্বীকার করলে—৬৬
মাসআলা–৮৭ : করজগ্রহিতা কি করজদাতার যাকাত দিতে পারবে—৬৬
মাসআলা–৮৮ : ঋণ মওকুফ করার দ্বারা যাকাত আদায় হয় না—৬৬
মাসআলা–৮৯ : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পর কেউ ঋণগ্রস্ত হলে—৬৬
মাসআলা–৯০ : দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য করজ দান—৬৭
মাসআলা–৯১ : উপহার বা দানের যাকাত—৬৭
মাসআলা–৯২ : হারাম সম্পদের যাকাত—৬৭
মাসআলা–৯৩ : ঘুষ ও আত্মসাৎকৃত টাকার যাকাত—৬৭

মাসআলা–৯৪ : অবৈধ সম্পদের যাকাত আদায় করলে গ্রহণযোগ্য হবে না—৬৮
মাসআলা–৯৫ : ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকার ওপর যাকাত নেই—৬৮
মাসআলা–৯৬
ক্রয়-বিক্রয়ে দালালি করে যে সুবিধা বা অর্থ উপার্জিত হয় তার যাকাত—৬৮
মাসআলা–৯৭ : প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত—৬৯
মাসআলা–৯৮ : আমানত রাখা টাকায় যাকাত ওয়াজিব হবে—৬৯
মাসআলা–৯৯ : সালামী বা সিকিউরিটি মানির যাকাত—৬৯
মাসআলা–১০০ : উত্তরাধিকার সম্পদের যাকাত—৭০
মাসআলা–১০১—৭০
মাসআলা–১০২ : মামলা করে আদায়কৃত টাকার যাকাত—৭০
মাসআলা–১০৩ : হজের নিয়তে সঞ্চিত অর্থের যাকাত—৭১
মাসআলা–১০৪ : যাকাত প্রদানের মাসে অর্থ ব্যয়—৭১
মাসআলা–১০৫ : রমযানে যাকাতবর্ষ গণনাকারীর ক্ষেত্রে ঈদ খরচের যাকাত—৭১
মাসআলা–১০৬ : যাকাত ও ঈদের কেনা-কাটা—৭২
মাসআলা–১০৭—৭২
মাসআলা–১০৮ : হজ যাত্রীর যাকাত—৭২
মাসআলা–১০৯
দরিদ্র ব্যক্তিকে হজ ফরজ হয়ে যায় পরিমাণ টাকা যাকাত দেওয়া—৭৩
মাসআলা–১১০ : যাকাত পেয়ে হজ করা—৭৩
মাসআলা–১১১ : যাকাতের টাকায় হজ করা—৭৩
মাসআলা–১১২ : এক ব্যক্তিকে একসঙ্গে অধিক যাকাত প্রদান—৭৪
মাসআলা–১১৩ : অধিক সদস্যের পরিবারে বেশি যাকাত দেওয়া—৭৪
মাসআলা–১১৪ : শেয়ার সার্টিফিকেটে যাকাত—৭৪
মাসআলা–১১৫ : যৌথ পদ্ধতির যাকাত—৭৪
মাসআলা–১১৬ : শেয়ার ব্যবসায়ীর যাকাত—৭৫
মাসআলা–১১৭ : বিনিয়োগ ও লভ্যাংশের যাকাত—৭৫
মাসআলা–১৮ : শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও যাকাত—৭৫
মাসআলা–১১৯ : স্বল্প পুঁজির যাকাত—৭৫
মাসআলা–১২০ : সরকারি কোম্পানীর যাকাত—৭৬
মাসআলা–১২১ : যৌথ প্রাইভেট কোম্পানীর যাকাত—৭৬
মাসআলা–১২২ : পাবলিক প্রাইভেট যৌথ কোম্পানীর যাকাত—৭৬

মাসআলা–১২৩ : রিয়্যাল এস্টেটের যাকাত—৭৬
মাসআলা–১২৪ : বাড়ি-ঘরের মূল্য বাবদ অনাদায়ী অর্থের যাকাত—৭৭
মাসআলা–১২৫ : বাড়ি-গাড়ির যাকাত—৭৭
মাসআলা–১২৬ : ভাড়া দেওয়া বাড়ির যাকাত—৭৭
মাসআলা–১২৭ : ব্যবহারিক বস্তুর যাকাত—৭৮
মাসআলা–১২৮ : ঘরোয়া বিলাসদ্রব্যের যাকাত—৭৮
মাসআলা–১২৯ : হাঁস, মুরগি ও মাছের যাকাত—৭৮
মাসআলা–১৩০ : সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত—৭৮
মাসআলা–১৩১ : সোনার তৈরি দাঁত, নাক ও কানের যাকাত—৭৯
মাসআলা–১৩২ : চাকরির বেতন-ভাতার ওপর যাকাত—৭৯
মাসআলা–১৩৩ : প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওপর যাকাত—৭৯
মাসআলা–১৩৪ : সাহেবে নেসাবের প্রভিডেন্ট ফান্ড—৭৯
মাসআলা–১৩৫ : বন্ড, প্রাইজবন্ড ইত্যাদির যাকাত—৮০
মাসআলা–১৩৬ : রক্তপণ বা মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত টাকার যাকাত—৮০
মাসআলা–১৩৭ : মাটির নিচে রক্ষিত সম্পদের যাকাত—৮০
মাসআলা–১৩৮ : ওয়াকফকৃত সম্পদে যাকাত আসবে না—৮১
মাসআলা–১৩৯ : ওয়াকফকৃত জমিনে ব্যক্তির অংশে যাকাত—৮১
মাসআলা–১৪০ : যাকাত বাবদ নির্ধারিত অর্থের যাকাত লাগে না—৮১
মাসআলা–১৪১ : মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক ফান্ডের যাকাত—৮১
মাসআলা–১৪২ : সুপার বা মুহতামিমকে উকিল বানানো—৮১
মাসআলা–১৪৩ : যাকাতের ক্ষেত্রে তামলীক পদ্ধতি—৮২
মাসআলা–১৪৪ : সঠিক খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের নিশ্চয়তা—৮২
মাসআলা–১৪৫ : যাকাত সংগ্রহের ক্ষেত্রে কমিশন ব্যবস্থা—৮২
মাসআলা–১৪৬ : যাকাত আদায়ে শক্তি প্রয়োগ—৮৩
মাসআলা–১৪৭ : যাকাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়—৮৩
মাসআলা–১৪৮ : যাকাতের টাকা পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়—৮৩
মাসআলা–১৪৯ : ব্যবসা পণ্যে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—৮৪
মাসআলা–১৫০ : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একবছর থাকার মেয়াদ—৮৪
মাসআলা–১৫১ : ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত নগদ ও বকেয়া টাকার যাকাত—৮৪
মাসআলা–১৫২ : ঘরে রাখা খাদ্য সামগ্রীর যাকাত—৮৪

মাসআলা–১৫৩ : ঋণ নিয়ে গঠিত পুঁজির যাকাত—৮৫
মাসআলা–১৫৪ : মুদারাবা ব্যবসায় যাকাত—৮৫
মাসআলা–১৫৫ : ঋণভারে জর্জরিত ব্যবসায়ীকে যাকাত—৮৫
মাসআলা–১৫৬ : বর্ষপূর্তি দিবসের স্থিতির ওপর যাকাত—৮৫
মাসআলা–১৫৭ : ডেকোরেশন ব্যবসার যাকাত—৮৬
মাসআলা–১৫৮ : ব্যবসায়ী পণ্যের লেনদেনে যাকাত—৮৬
মাসআলা–১৫৯ : ব্যবসাপণ্যের প্রাপ্ত মূল্যের যাকাত—৮৬
মাসআলা–১৬০ : পশুর যাকাত—৮৭
মাসআলা–১৬১ : উটের যাকাতের নেসাব ও আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ—৮৭
মাসআলা–১৬২ : গরু-মহিষের নেসাব—৮৮
মাসআলা–১৬৩ : ছাগল-ভেড়ার যাকাত—৮৮
মাসআলা–১৬৪ : একবছরের কম বয়সী ছাগল-ভেড়ার যাকাত—৮৮
মাসআলা–১৬৫ : ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখা পশুর যাকাত—৮৯
মাসআলা–১৬৬ : দুধের উদ্দেশ্যে পালিত পশুর যাকাত—৮৯
মাসআলা–১৬৭ : ওশর বা ফল-ফসলের যাকাত—৮৯
মাসআলা–১৬৮ : ওশরি ও খারাজি জমি—৯০
মাসআলা–১৬৯ : ওশরের নেসাব—৯০
মাসআলা–১৭০ : ফল-ফসলের যাকাত—৯০
মাসআলা–১৭১ : ওশরি জমি, পাহাড়ি এলাকা অথবা বন-জঙ্গল থেকে যে মধু আহরিত হয় তার ওশর—৯১
মাসআলা–১৭২—৯১
মাসআলা–১৭৩ : ওশর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত—৯১
মাসআলা–১৭৪ : ওশর ওয়াজিব হওয়ার দলিল—৯২
মাসআলা–১৭৫ : বাংলাদেশের জমির হুকুম—৯২
মাসআলা–১৭৬ : ওশর আদায় করার পর—৯২
মাসআলা–১৭৭ : ওশর প্রদান করলে ফল-ফসলে বরকত হয়—৯২
মাসআলা–১৭৮ : ওশর দানের খাত—৯৩
মাসআলা–১৭৯ : উৎপন্ন ফল-ফসলের যাকাত—৯৩
মাসআলা–১৮০ : বছরে যতবার ফসল উৎপাদন হবে ততবারই ওশর ওয়াজিব—৯৩
মাসআলা–১৮১ : যৌথ মালিকানার জমিতে ওশর—৯৩

মাসআলা–১৮২ : কৃষি জমিতে সেচ লাগলে অর্ধ ওশর—৯৪
মাসআলা–১৮৩ : চাষাবাদ ও মজুরি—৯৪
মাসআলা–১৮৪ : জমির খাজনা ও ফসলের ওশর—৯৪
মাসআলা–১৮৫ : ওশর আদায় না করা গোনাহ—৯৪
মাসআলা–১৮৬ : ওশর আদায়ের সময়—৯৫
মাসআলা–১৮৭ : জমির কিছু অংশ বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয়—৯৫
মাসআলা–১৮৮ : পূর্ববর্তী বছরের ওশর আদায় জরুরি—৯৫
মাসআলা–১৮৯ : ওশর আদায় করার পূর্বে যদি কিছু ফল-ফসল খরচ হয়ে যায়—৯৫
মাসআলা–১৯০ : ফল-ফসলের মূল্য দ্বারা ওশর আদায়—৯৬
মাসআলা–১৯১ : ওশর দেওয়ার পর জমি বিক্রি হলে যাকাত—৯৬
মাসআলা–১৯২ : ওশর আদায়ের পর বাকি খাদ্য-সামগ্রী বিক্রির টাকায় যাকাত—৯৬
মাসআলা–১৯৩ : ফল-ফসল পরিপক্ক হওয়ার পর তার যাকাত—৯৬
মাসআলা–১৯৪ : সম্পদের ব্যাপারে শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য—৯৬
মাসআলা–১৯৫ : ট্রাস্টে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে—৯৭
মাসআলা–১৯৬ : সংগঠনের আমানতদারি ও দায়িত্বশীলতা—৯৭
মাসআলা–১৯৭ : সরকারি যাকাতবোর্ড—৯৭
মাসআলা–১৯৮ : মাদরাসা ও মক্তবে যাকাত প্রদান করা যাবে—৯৮
মাসআলা–১৯৯
যাকাত বিতরণের দায়িত্ব কোনো অমুসলিমকে প্রদান করা জায়েয নেই—৯৮
মাসআলা–২০০
যাকাতের পণ্য অথবা এর মূল্য উভয়টি দেওয়া জায়েয—৯৮
মাসআলা–২০১ : যাকাত কেমন সম্পদ দিয়ে দেওয়া—৯৮
মাসআলা–২০২ : সোনা, রূপার যাকাত টাকা দ্বারা—৯৯
মাসআলা–২০৩ : ব্যবহৃত জিনিস দ্বারা যাকাত—৯৯
মাসআলা–২০৪ : যাকাতের নির্ধারিত টাকা-পয়সা থেকে করজ গ্রহণ—৯৯
মাসআলা–২০৫ : সুদের টাকায় যাকাত আদায় হবে না—৯৯
মাসআলা–২০৬ : প্রবাসীর যাকাত—১০০
মাসআলা–২০৭ : যাকাত আদায় হওয়ার শর্ত হলো, ফরজপরিমাণ সম্পদ হকদারদের পৌঁছানো—১০০
মাসআলা–২০৮ : নেসাবের মালিক হয়ে গেলে যাকাত ফরজ হয়ে যায়—১০০
মাসআলা–২০৯ : অগ্রীম যাকাত আদায়—১০১

মাসআলা–২১০—১০১
মাসআলা–২১১—১০২
মাসআলা–২১২—১০২
মাসআলা–২১৩—১০২
মাসআলা–২১৪—১০২
মাসআলা–২১৫—১০৩
মাসআলা–২১৬ : যাকাত সঞ্চয় থেকে দেওয়া—১০৩
মাসআলা–২১৭ : যাকাত আদায়ের ব্যাপারে সন্দেহ হলে—১০৩
মাসআলা–২১৮ : আট খাতের মধ্যে ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দেশ্য—১০৩
মাসআলা–২১৯ : যাকাতের আটটি খাতের ধারাবাহিকতার তাৎপর্য—১০৫
মাসআলা–২২০ : যাকাতের সকল খাতে দান করা অপরিহার্য নয়—১০৫
মাসআলা–২২১
যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা-কর্মচারী উপহার নিতে পারবে না—১০৬
মাসআলা–২২২ : আমিলীনে যাকাত উকিল হিসেবে বেতন পাবে—১০৬
মাসআলা–২২৩
মাদরাসা, এতিমখানা বা সেবাসংস্থার যাকাত সংগ্রহকারী উকিল হবেন—১০৬
মাসআলা–২২৪ : প্রকাশ্যে যাকাত বিতরণ—১০৭
মাসআলা–২২৫
যাকাতের অর্থ নিজ এলাকার দরিদ্র ও হকদারদের দেওয়া উত্তম—১০৭
মাসআলা–২২৬ : অন্য দেশের লোকদের যাকাত দেওয়া—১০৭
মাসআলা–২২৭ : অল্প অল্প করে সারা বছর যাকাত দেওয়া—১০৭
মাসআলা–২২৮ : যাকাতের টাকায় বাড়ি তৈরি করে এর আয় দান করা—১০৮
মাসআলা–২২৯ : যাকাতের টাকা বিনিয়োগ করে এর আয় দান করা—১০৮
মাসআলা–২৩০ : দরিদ্র ক্রেতাকে পণ্য কম মূল্যে দেওয়া—১০৮
মাসআলা–২৩১
যাকাতের অর্থ ফকীর-মিসকীনদের উপকারে কোনো খাতে ব্যয় করা—১০৯
মাসআলা–২৩২ : যাকাত কে গ্রহণ করতে পারে—১০৯
মাসআলা–২৩৩ : যাকাতের হকদারকে যাচাই করা জরুরি নয়—১০৯
মাসআলা–২৩৪
যাকাতের অধিক হকদার মাদরাসার ছাত্র নাকি কলেজের ছাত্র—১১০
মাসআলা–২৩৫ : যাদের আকীদা সহীহ নয় তাদেরকে যাকাত দেওয়া—১১০

মাসআলা–২৩৬ : পূর্ণ হিসেব করে যাকাত দেওয়া—১১০
মাসআলা–২৩৭ : হিসেব ছাড়া যাকাত আদায় করা—১১১
মাসআলা–২৩৮ : যাকাতের অংশ পৃথক করার পর তা থেকে প্রতিমাসে নির্ধারিত পরিমাণ দান করা—১১১
মাসআলা–২৩৯ : অল্প অল্প করে সারা বছর ধরে যাকাতের অর্থ দান করা—১১১
মাসআলা–২৪০ : হিসেবের চেয়ে বেশি যাকাত দেওয়া—১১১
মাসআলা–২৪১
অতিরিক্ত দেওয়া যাকাত সামনের বছরের হিসেবে গণনা করা যাবে—১১২
মাসআলা–২৪২ : পণ্য দানের ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ—১১২
মাসআলা–২৪৩ : যাকাত আদায় করার জন্য উকিল নিয়োগ করা—১১২
মাসআলা–২৪৪
নির্দিষ্ট একজনকে যাকাত দেওয়ার জন্য উকিল নিয়োগ দেওয়া—১১৩
মাসআলা–২৪৫ : টাকা না দিয়ে যাকাতের দায়িত্ব প্রদান—১১৩
মাসআলা–২৪৬ : উকিল যদি সহকারী নিযুক্ত করে—১১৩
মাসআলা–২৪৭ : উকিলের জন্য যাকাতের অর্থের নোট বদল করা—১১৪
মাসআলা–২৪৮ : উকিল যাকাতের অর্থে পণ্য, খাবার বা অন্যকিছু ক্রয় করে দিতে পারে কি?—১১৪
মাসআলা–২৪৯ : উকিল নিজ গরিব আত্মীয়কে যাকাত দিতে পারবে কি?—১১৪
মাসআলা–২৫০
আত্মীয়রা হকদার হলে উকিল তাদেরকে দিতে পারবে—১১৪
মাসআলা–২৫১ : উকিল অভাবগ্রস্থ হলে যাকাত নিজে রাখতে পারবে—১১৫
মাসআলা–২৫২ : উকিলের কাছ থেকে যাকাতের অর্থ হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে–১১৫
মাসআলা–২৫৩ : যাকাতে হিলা বা বাহানা করা—১১৫
মাসআলা–২৫৪ : যাকাতের টাকা দেওয়ার সময় শর্তারোপ করা—১১৬
মাসআলা–২৫৫
মসজিদের কাজের জন্যে হিলা করে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করা—১১৬
মাসআলা–২৫৬—১১৬
মাসআলা–২৫৭ : যাকাতের টাকায় মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ চলবে না—১১৭
মাসআলা–২৫৮ : হিলা করে মসজিদের কাজ করা—১১৭
মাসআলা–২৫৯ : হিলার মাধ্যমে গোরস্তানের কাজ করা—১১৭
মাসআলা–২৬০ : যাকাত দ্বারা উন্নয়ন ও আসবাব ক্রয়—১১৮

মাসআলা–২৬১ : যাকাতের টাকায় দরিদ্র লোকের মামলার খরচ চালানো—১১৮
মাসআলা–২৬২ : যাকাতের টাকায় চাল ক্রয় করে সারা বছর দান করা—১১৮
মাসআলা–২৬৩ : গরিবদেরকে যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহরী-ইফতার করানো—১১৮
মাসআলা–২৬৪ : যাকাতের টাকায় ধর্মীয় বই-পত্র ছেপে হকদার গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা—১১৯
মাসআলা–২৬৫ : কিতাবপত্র ক্রয় করে ধার দিলে—১১৯
মাসআলা–২৬৬ : যাকাত দ্বারা মাদরাসার চেয়ার-টেবিল ক্রয় করা—১১৯
মাসআলা–২৬৭
গরিব পাঠকের জন্য যাকাতের টাকায় পত্রিকার গ্রাহক বানিয়ে দেওয়া—১১৯
মাসআলা–২৬৮
যাকাতের অর্থে মিল, ফ্যাক্টরি তৈরি করে গরিবদের কর্মসংস্থান—১২০
মাসআলা–২৬৯
যাকাতের টাকায় ঘর-বাড়িহীন লোককে বাড়ি বানিয়ে দেওয়া—১২০
মাসআলা–২৭০ : যাকাত সোসাইটি কর্তৃক ফ্ল্যাট নির্মাণ—১২০
মাসআলা–২৭১ : সরকারি যাকাত তহবিলে যাকাত আদায়—১২১
মাসআলা–২৭২ : প্রস্তাবিত খাতে যাকাত দান—১২১
মাসআলা–২৭৩ : গরিব মুহতামিম ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত যাকাত নিজে খরচ করতে পারবে না—১২১
মাসআলা–২৭৪ : মাদরাসার মুহতামিম তামলীক করে ছাত্রদের খাদ্য ও বস্ত্রখাতে টাকা খরচ করবে—১২২
মাসআলা–২৭৫ : মাদরাসার সম্পদ যদি মুহতামিম বা পরিচালকের নিকট আমানত রাখা হয়—১২২
মাসআলা–২৭৬ : গরিব শিক্ষককে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে—১২২
মাসআলা–২৭৭ : তাবলীগ জামাতের লোকদের যাকাতের টাকা দেওয়া—১২৩
মাসআলা–২৭৮ : বিত্তবান মুসাফির যদি অভাবে পড়ে—১২৩
মাসআলা–২৭৯ : মুসাফিরকে টিকিট ও পাথেয় দান—১২৩
মাসআলা–২৮০ : নিজের কর্মচারী বা খাদেমকে যাকাত প্রদান—১২৩
মাসআলা–২৮১ : যাকাতের টাকায় গরিব মহিলাকে গহনা দেওয়া—১২৪
মাসআলা–২৮২ : দরিদ্র ঘরের মেয়ের বিয়ের খরচ যাকাত থেকে দেওয়া—১২৪
মাসআলা–২৮৩ : যাকাতের টাকা দিয়ে মৃতের কাফন-দাফন—১২৪
মাসআলা–২৮৪ : মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য ওয়ারিশকে যাকাত—১২৪

মাসআলা–২৮৫ : স্বামীকে যাকাত দেওয়া যাবে না—১২৫
মাসআলা–২৮৬—১২৫
মাসআলা–২৮৭—১২৫
মাসআলা–২৮৮—১২৫
মাসআলা–২৮৯ : অপকর্মে লিপ্ত স্বামীর স্ত্রীকে যাকাত প্রদান—১২৫
মাসআলা–২৯০ : অভাবী বেকার ও অসুস্থ লোককে যাকাত দান—১২৬
মাসআলা–২৯২ : সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীকে যাকাত দেওয়া—১২৬
মাসআলা–২৯৩ : বেনামাযিকে যাকাত দেওয়া যাবে—১২৬
মাসআলা–২৯৪ : পরহেজগার লোকদের যাকাত সাদকা দেওয়া উত্তম—১২৬
মাসআলা–২৯৫
অমুসলিম ফকীর-মিসকীনকে যাকাত ও ওশর দেওয়া যাবে না—১২৭
মাসআলা–২৯৬—১২৭
মাসআলা–২৯৭
দেশের নাগরিক হিসেবে অমুসলিমকে যাকাত দিলে কি হবে?—১২৭
মাসআলা–২৯৮ : ধর্মদ্রোহী, আখেরাতে অবিশ্বাসী বা নবুওয়াত অস্বীকারকারীকে যাকাত দেওয়া—১২৭
মাসআলা–২৯৯ : ফকীর ও মিসকীনের পরিচয়—১২৮
মাসআলা–৩০০ : পেশাদার ভিক্ষুককে যাকাত দেওয়া—১২৮
মাসআলা–৩০১ : গোনাহগার ফকীর–মিসকীনকে যাকাত দেওয়া—১২৮
মাসআলা–৩০২
যে অভাবী ব্যক্তি কর্মক্ষম এবং উপার্জন করে তাকে যাকাত দেওয়া—১২৯
মাসআলা–৩০৩ : বাড়ি-বাগান-গাছপালা-পুকুর ইত্যাদির অভাবী মালিককে যাকাত দেওয়া—১২৯
মাসআলা–৩০৪ : এতিমখানায় যাকাত দেওয়া—১২৯
মাসআলা–৩০৫ : যাকাতের অর্থ দ্বারা এতিমখানার নির্মাণ—১২৯
মাসআলা–৩০৬ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের বংশধরদের যাকাত দেওয়া জায়েয নয়—১৩০
মাসআলা–৩০৭ : যে ব্যক্তির মা নবীবংশের তাঁকে যাকাত দেওয়া—১৩০
মাসআলা–৩০৮ : সাইয়েদ হিসেবে পরিচিতকে যাকাত দেওয়া—১৩০
মাসআলা–৩০৯ : যে মূলত সাইয়েদ নয় তাঁকে যাকাত দেওয়া—১৩১
মাসআলা–৩১০ : সাইয়েদগণকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ—১৩১

মাসআলা–৩১১ : এক সাইয়েদ অন্য অভাবগ্রস্ত সাইয়েদকে যাকাত দেওয়া—১৩২
মাসআলা–৩১২ : অজ্ঞতাবশত সাইয়েদকে যাকাত দিয়ে দেওয়ার হুকুম—১৩২
মাসআলা–৩১৩ : শিয়া ও কাদিয়ানীকে যাকাত দেওয়া—১৩২
মাসআলা–৩১৪ : আপন লোক যাকাতের হকদার কিনা তা জানার উপায়—১৩২
মাসআলা–৩১৫
যাকাতের পুরো টাকা দিয়ে কোনো পরিবারকে পুনর্বাসন করা—১৩৩
মাসআলা–৩১৬ : সম্মানিত লোকদের যাকাত দেওয়া—১৩৩
মাসআলা–৩১৭ : সৎমাকে যাকাত দেওয়া—১৩৩
মাসআলা–৩১৮ : অবৈধ সন্তানকে যাকাত দেওয়া যাবে না—১৩৪
মাসআলা–৩১৯—১৩৪
মাসআলা–৩২০ : যাকাতের টাকা দ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয়—১৩৪
মাসআলা–৩২১ : যাকাত দ্বারা নির্দিষ্ট রোগীর চিকিৎসা ব্যয়—১৩৪
মাসআলা–৩২২ : আদায় করা টাকা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে—১৩৪
মাসআলা–৩২৩
বন্যা, ঘুর্ণিঝড় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের যাকাত দেওয়া—১৩৫
মাসআলা–৩২৪ : যাকাতের টাকায় কয়েদিদের খাবার দেওয়া—১৩৫
মাসআলা–৩২৫ : সৈনিকদের যাকাত দেওয়া—১৩৫
মাসআলা–৩২৬ : যাকাতের অর্থ প্রেরণের খরচ অন্য খাত থেকে দিতে হবে—১৩৬
মাসআলা–৩২৭ : এক নজরে যাকাত দানের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা—১৩৬
মাসআলা–৩২৮ : যাদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়—১৩৭
মাসআলা–৩২৯ : করজের নামে যাকাত দেওয়া—১৩৮
মাসআলা–৩৩০ : হাদিয়া বা উপহার বলে যাকাত দেওয়া—১৩৮
মাসআলা–৩৩১ : হকদার আত্মীয়কে যাকাত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব—১৩৮
মাসআলা–৩৩২ : অভাবের সময় যাকাত হিসেবে প্রাপ্ত ঘর-বাড়িতে ধনী হওয়ার পরও বসবাস করতে পারবে—১৩৮
মাসআলা–৩৩৩ : যাকাতের বস্তু ধার নেওয়া—১৩৯
মাসআলা–৩৩৪ : যাকাতগ্রহিতার হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করা—১৩৯
মাসআলা–৩৩৫ : যাকাতের জন্য আলাদা করা অর্থ হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে–১৩৯
মাসআলা–৩৩৬ : প্রেরিত অর্থ গ্রহিতার কাছে না পৌঁছলে—১৩৯
মাসআলা–৩৩৭ : যাকাত হিসেবে প্রদত্ত বস্তু প্রয়োজনে ক্রয় করা—১৩৯
মাসআলা–৩৩৮ : কোন ঋণ যাকাত থেকে বিয়োগ হবে—১৪০

মাসআলা–৩৩৯ : প্রচারকাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না—১৪০
মাসআলা–৩৪০ : বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য ধার্য করা—১৪০
মাসআলা–৩৪১ : যাকাত হিসেব করার জন্য কোন স্থান ধর্তব্য—১৪১
মাসআলা–৩৪২ : বায়নার টাকায় যাকাত—১৪১

মাসআলা–৩৪৩
সাদকাতুল ফিতর—১৪১

মাসআলা–৩৪৪ : সাদকাতুল ফিতর কাদের ওপর ওয়াজিব?—১৪৩
মাসআলা–৩৪৫ : সাদকাতুল ফিতরের পরিমাণ কত?—১৪৩
মাসআলা–৩৪৬ : সাদকাতুল ফিতর কাদেরকে দিতে হবে?—১৪৩
মাসআলা–৩৪৭ : সাদকাতুল ফিতর কখন ওয়াজিব হয়?—১৪৩
মাসআলা–৩৪৮ : সাদকাতুল ফিতর কখন আদায় করতে হবে?—১৪৪
মাসআলা–৩৪৯ : ঋণগ্রস্তের ওপর কি সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব?—১৪৪
মাসআলা–৩৫০ : প্রবাসীদের ফিতরা দেশে আদায় করতে হলে কী হিসেবে করবে?—১৪৪
মাসআলা–৩৫১ : ফিতরা বণ্টনের নিয়ম কী?—১৪৪

যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান

ভূমিকা

যাকাত ইসলামের পাঁচ রুকনের অন্যতম একটি রুকন এবং গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। কোরআনে কারীমে নামাযের পাশাপাশি যাকাতের কথা বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও হুকুম-আহকাম সম্বলিত হাদীসের সংখ্যাও অনেক। ইসলামী অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ ও বৈশিষ্ট্য হলো যাকাত ব্যবস্থা। ঈমানের পরপরই নামায ও যাকাতের হুকুম প্রযোজ্য হয়। রমযান মাসে রোযা এবং যিলহজ মাসে নির্দিষ্ট দিনসমূহে হজ পালনের দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর আসে। নামায ও রোযা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলিম নর-নারীর অপরিহার্য কর্তব্য। যাকাত ও হজ হলো নেসাব পরিমাণ অর্থ-সম্পদের মালিক বা সক্ষম ব্যক্তিবর্গের জন্য অবশ্য করণীয়। যাকাত আদায় দ্বারা আদায়কারীর অবশিষ্ট অর্থ-সম্পদে বরকত ও পবিত্রতা আসে। মুসলিম সমাজের দরিদ্র শ্রেণির উন্নতি তথা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার জন্য যাকাত ব্যবস্থা হলো একটি কার্যকর ও কল্যাণকর পন্থা।

কোরআনুল কারীমের বহু স্থানে নামাযের সাথে যাকাত প্রদানের আবশ্যকতা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং যারা অবনত হয় তাদের সাথে অবনত হও।–সূরা বাকারা (২) : ৪৩

নামায ও যাকাতকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্যতম উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই হবে।–সূরা তাওবাহ (৯) : ৪১

যাকাতের সংজ্ঞা

যাকাত আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ—পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ।

কোনো দরিদ্র বা হকদার মুসলিম ব্যক্তিকে নিজ সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলে। দরিদ্র ব্যক্তিটি হাশেমী বা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের হতে পারবে না। যাকাতদাতার ক্রীতদাস কিংবা পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি ইত্যাদি হতে পারবে না। উক্ত দানের পেছনে কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দরিদ্র শ্রেণির হক আদায় করাই হতে হবে এর উদ্দেশ্য।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো, প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নেসাবধারী ব্যক্তির নিজ মালিকানাধীন অর্থ সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশের মালিকানা কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়া কোনো হকদার দরিদ্র মুসলিম ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা। দরিদ্র ব্যক্তিটি যাকাতদাতার ঊর্ধ্বতন বা অধস্তন সরাসরি আত্মীয় হতে পারবে না। কারণ, এদেরকে যাকাতদাতার নিজের মূল সম্পদ থেকে খাওয়ানো-পরানো ওয়াজিব। নেসাব পরিমাণ সম্পদের ওপর চান্দ্রবর্ষের একবছর অতিক্রান্ত হতে হবে। উক্ত দানের পেছনে দাতার কোনো প্রকার পার্থিব উপকারিতা বা সুবিধা লাভের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দরিদ্র শ্রেণির হক আদায়ের একটি ফরজ কর্তব্য পালনই হতে হবে যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্য।[২]

---

১. *রদ্দুল মুহতার* : ৩/২৯৩, *ফাতাওয়া মাহমূদিয়া* : ১৪/২১০-২১১, *আপকে মাসায়েল* : ৫/১৫০

২. *ফাতাওয়া আলমগীরী* : ১/১৭০; *আল বাহরুর রায়েক* : ২/৩৫০